[40]

وَ اذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى

رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّ

عَذَابٍ ﴿٤١﴾

ওয়াযকুর ‘আবদানাআইইউব । ইযনা-দা-রাব্বাহূআন্নী মাছছানিয়াশ
শায়তা-নু বিনুসবিওঁ ওয়া ‘আযা-ব।

স্মরণ কর আমার বান্দা আইয়ুবকে! যখন সে তার রাব্বকে আহবান
করে বলেছিলঃ শাইতানতো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে।

And remember Our slave Ayub (Job), when he invoked his Lord (saying): Verily! Shaitan (Satan) has touched me with distress (by losing my health) and torment (by losing my wealth)!

[41] As sad(38)

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠٠﴾

রাব্বি হাবলী মিনাসসা-লিহীন।

হে আমার রাব্ব! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন।

My Lord! Grant me (offspring) from the righteous.

[100]

ۗ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ

إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝٥٣

ফুল ইয়া-‘ইবা-দিয়াল্লাযীনা আছরাফূ‘আলাআনফুছিহিম লা-
তাকনাতূমির রাহমাতিল্লাহি ইন্নাল্লা-হা ইয়াগফিরুয যুনূবা জামী‘আন
ইন্নাহূহুওয়াল গাফূরুর রাহীম।

বলঃ (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের
প্রতি অবিচার করেছ - আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা; আল্লাহ
সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

Say: O 'Ibadi (My slaves) who have transgressed against themselves (by committing evil deeds and sins)! Despair not of the Mercy of Allah, verily Allah forgives all sins. Truly, He is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Sura: Az-zumar

53]

غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ

شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِى الطَّوْلِ ؕ لَاۤ

اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿۳﴾

গাফিরিযযামবি ওয়া কাবিলিততাওবি শাদীদিল ‘ইকা-বি যিততাওলি লাইলাহা ইল্লা-হুওয়া, ইলাইহিল মাসীর।

যিনি পাপ ক্ষমা করেন এবং তাওবাহ কবূল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।

The Forgiver of sin, the Acceptor of repentance, the Severe in punishment, the Bestower (of favours), La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He), to Him is the final return.

Sura Al mumin

[3]

نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ

شَكُوْرٌ ﴿٢٣﴾

যা-লিকাল্লাযী ইয়ুবাশশিরুল্লা-হু ‘ইবা-দাহুল্লাযীনা আ-মানূওয়া ‘আমিলুসসা-লিহা-তি কুল লাআছআলুকুম ‘আলাইহি আজরান ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা- ওয়া মাইঁ ইয়াকতারিফ হাছানাতান নাঝিদ লাহূফীহা-হুছনান ইন্নাল্লা-হা গাফূরুন শাকূর।

এই সুসংবাদই আল্লাহ দেন তাঁর বান্দাদেরকে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। বলঃ আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাইনা। যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্য এতে কল্যাণ বর্ধিত করি। আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

وَ هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ

مَا قَنَطُوْا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَ

هُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٨﴾

ওয়া হুওয়াল্লাযী ইউনাঝঝিলুল গাইছা মিম বা‘দি মা-কানাতূওয়া ইয়ানশুরু রাহমাতাহূ ওয়া হুওয়াল ওয়ালিইয়ুল হামীদ।

তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। তিনিই অভিভাবক, প্রশংসা।

And He it is Who sends down the rain after they have despaired, and spreads abroad His Mercy. And He is the Wali (Helper, Supporter, Protector, etc.), Worthy of all Praise.

[28]

لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا
نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ
وَ تَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا
هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ﴿١٣﴾

লিতাছতায়ূ‘আলা-জু হূরিহী ছু ম্মা তাযকুরূনি‘মাতা রাব্বিকুম ইযাছতাওয়াইতুম ‘আলাইহি ওয়া তাকূলূছুবহা-নাল্লাযী ছাখখারা লানা-হাযা-ওয়ামা-কুন্না-লাহূমুকরিনীন।

যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা ওর উপর স্থির হয়ে বস এবং বলঃ পবিত্র ও মহান তিনি যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা সমর্থ ছিলামনা এদেরকে বশীভূত করতে।

In order that you may mount firmly on their backs, and then may remember the Favour of your Lord when you mount thereon, and say: Glory to Him who has subjected this to us, and we could never have it (by our efforts).

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿٦٣﴾

ওয়া লাম্মা-জাআ ‘ঈছা-বিলবাইয়িনা-তি কা-লা কাদ জি’তুকুম বিলহিকমাতি ওয়া লিউবাইয়িনা লাকুম বা‘দাল্লাযী তাখতালিফূনা ফীহি ফাত্তাকুল্লা-হা ওয়াআতী‘ঊন।

ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ এলো তখন সে বললঃ আমিতো তোমাদের নিকট এসেছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ٥٨

ইন্নাল্লা-হা হুওয়াররাঝঝা-কুযুল কুওওয়াতিল মাতীন।

আল্লাহই রিযক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত।

Verily, Allah is the All-Provider, Owner of Power, the Most Strong.

[58]

وَاَنَّهٗ هُوَ اَغۡنٰى وَ اَقۡنٰى ۙ﴿۴۸﴾

ওয়া আন্নাহূহুওয়া আগনা-ওয়া আকনা-।

আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন।

And that it is He (Allah) Who gives much or a little (or gives wealth and contentment),

[48]

وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعۡرٰى ۙ﴿۴۹﴾

ওয়া আন্নাহূহুওয়া রাব্বুশ শি‘রা-।

আর এই যে, তিনি ‘শি’রা’ নক্ষত্রের মালিক।

And that He (Allah) is the Lord of Sirius (the star which the pagan Arabs used to worship);

[49]

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

রাব্বানা লা তায'আলনা মা'ল কাওমি-যালিমীন

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে পথভ্রষ্ট এবং জালেমদের সাথী করো না। [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াতঃ ৪৭]

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

রাব্বানা আফরিঘ আলাইনা সাবরাও ওয়া তাওফফানা মুসলিমীন

হে রাব্বুল আলামিন! আমাদের জন্যে ধৈর্যের দ্বার খুলে দাও এবং আমাদের মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দান করো। [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াতঃ ১২৬]

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِن شَيْءٍ فَي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء

রাব্বানা ইন্নাকা তা'লামু মা নুখফি ওয়া মা নু'লিন ওয়া মা ইয়াখফা আলাল-লাহি মিন শাইয়িন ফিল-আরদি ওয়া লা ফিস-সামা

হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমাদের প্রকাশ্যে এবং গোপনে করা সকাল কৃতকর্মই আপনার জানা। আল্লাহ্র কাছে এই দুনিয়ার এবং আখিরাতের কোন কিছুই গোপন নয়। [সূরা ইব্রাহীম, আয়াতঃ ৩৮]

رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء

রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দু'আ

হে পালনকর্তা! আমাদের দোয়া কবুল করুন। [সূরা ইব্রাহীম, আয়াতঃ ৪০]

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

রাব্বানা-ঘফির লি ওয়া লি ওয়াল্লিদাইয়া ওয়া লিল মু'মিনেনা ইয়ামা ইয়াকুমুল হিচাব

হে রাব্বুল আলামিন! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনগণকে কিয়ামতের দিন ক্ষমা করে দিও। [সূরা ইব্রাহীম, আয়াতঃ ৪১]

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

রাব্বানা আতিনা মিল-লাদুনকা রাহমাতাও ওয়া হাইয়া লানা মিন আমরিনা রাশাদা

হে আল্লাহ্! আমাদের জন্যে রহমত দান করুন। এবং আমাদের সঠিক পথে চলার তৌফীক দান করুন। [সূরা কাহফ, আয়াতঃ ১০]

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

রাব্বানা আমান্না ফাঘফির লানা ওয়ারহামনা ওয়া আনতা খায়রুর রাহিমীন

হে রাব্বুল আলামিন! আমরা ঈমান এনেছি! আমাদেরকে মাফ করুন এবং আমাদের প্রতি রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। [সূরা আল মু'মিনূন, আয়াতঃ ১০৯]

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

রাব্বানাস-রিফ আন্না আযাবা জাহান্নামা ইন্না আযাবা কানা ঘারামা ইন্নাহা সা'ত মুস্তা-কাররানাও ওয়া মুকামা

হে আল্লাহ্! আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের যন্ত্রণা দূর কর। নিশ্চয়ই, এই যন্ত্রণা অচ্ছেদ্য এবং কঠিন শাস্তি। বসবাসের জন্যে জাহান্নাম কতইনা নিকৃষ্ট জায়গা। [সূরা আল-ফুরকান, আয়াতঃ ৬৫-৬৬]

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

রাব্বানা আলাইকা তাওয়াক্কালনা ওয়া-ইলাইকা আনাবনা ওয়া-ইলায়কাল মাসির

হে আল্লাহ্! আমারা তোমার উপর ঈমান এনেছি, তোমার কাছেই অনুশোচনা করছি, এবং তোমার কাছেই সর্বশেষে হাত তুলেছি। [সূরা আল-মুমতাহানাহ, আয়াতঃ ৪]

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

রাব্বানা আতমিম লানা নুরানা ওয়াইঘফির লানা ইন্নাকা আলা কুল্লি শাই-ইন কাদির

হে রাব্বুল আলামিন। আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশক্তিমান। [সূরা আত-তাহরিম, আয়াতঃ ৮]